আলো ফোটা ভোর

আমীরুল ইসলাম ফুআদ

প্রয়াস প্রকাশন

সূচিপত্র

হৃদয়ে নামে পবিত্রতার ঢেউ..... ৯
ইনতিজার ১২
হৃদয়ে বাজে প্রেমের সুর ১৪
আপনি ভয় পাবেন না প্রিয়! ২১
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্বামী ২৩
শোকের উপর শোক..... ২৮
নবিজির ভালোবাসা ৩০
ভেঙে দেন সব সংশয়ের দ্বার ৩৫
হৃদয়ে জেগেছিল সেদিন অসহ বেদনা..... ৩৭
মায়ের শোকে শিশু নবিজি..... ৩৯
পান করো ইকরিমা ইমানের সুধা ৪৬
খুশির ডালি উপচে পড়ে আনন্দ ৪৯
আলোর ছোঁয়া মিলল যখন..... ৫২
আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন..... ৫৭
আলো ফোটা ভোর ৬০

আপনি ভয় পাবেন না প্রিয়!

খাদিজা (রাযি.;) বারবার পীড়াপীড়ি করছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে। অপ্রত্যাশিত ঘটনা যেন তিনি খুলে বলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারায় কিছুটা স্বাভাবিকতার ছাপ ফুটে ওঠলে একে একে সব ঘটনা খুলে বলেন তিনি। অচেনা আগন্তুকের মুখোমুখি। তাঁর দিকে আদেশের বাণ ছুঁড়ে দেওয়া। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তে না পারার আবেদন। খানিক বাদে বুকের সাথে লাগিয়ে এক অদ্ভুত আলিঙ্গন। সুরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াতের শিক্ষা। সবকিছু খুঁটিনাটি খাদিজার (রাযি.) এর কাছে বললেন। কিছুই বাকি রাখেননি। খাদিজা (রাযি.) ছিলেন অন্যান্য নারীদের থেকে তুলনামূলক বিচক্ষণ ছিলেন। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এমন পেরেশানি আর ঘাবড়ানো দেখে বিভিন্নভাবে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। একপর্যায়ে হজরত খাদিজা (রাযি.) রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে সেদিন যা বলেছিলেন; যার সারমর্ম কিছুটা এমন—'আপনি কেন প্রাণনাশের ভয় করবেন? এটা কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না। আমি হলফ করে বলতে পারি আল্লাহ আপনাকে কোনো কঠিন বিপদের মুখোমুখি করাবেন না। কারণ, আপনি হচ্ছেন আল্লাহর এমন এক বান্দা; আপনি সবসময় আত্মীয়তার সম্পর্ক বাজায় রাখেন। তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন না। কোনো মেহমান এলে তাকে সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করে আপ্যায়ন করেন। সমাদর করেন যথাসাধ্য। যারা দিনদিন নির্যাতন আর নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। জীবন যাদের একেবারে দূর্বিষহ আপনি তাদের পাশে দাঁড়ান। জালিমের বিরুদ্ধে লড়েন। আর যারা অসহায়ত্বের দিনরাত গুজরান দেয় তাদের আপনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। সান্ত্বনা দেন। বুকে টেনে নেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। দুঃখীর কষ্টে দুঃখী হন। অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আর আল্লাহ আপনাকে অপমানিত করবে কিংবা বিপদ-আপদের সম্মুখীন করাবেন তা কখনো হতে পারে না।'

হাজার রকম সান্ত্বনা দেওয়ার পরও যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

উদ্বিগ্নতা কমছিল না। পেরেশানির করাঘাত থেকে মুক্তি মিলছিল না। তখন হজরত খাদিজা (রাযি.) রাসুলকে সঙ্গে করে পথ ধরলেন তাঁর চাচাতো ভাই ওয়াকা ইবনে নাওফালের বাড়ির দিকে। ওয়াকা ইবনে নাওফাল ছিল তৎকালীন সময়ের তাদের ধর্মের পণ্ডিত। বিভিন্ন বিষয়ে মাহারাত হাসিল করেছিল। বেশ বিচক্ষণ ছিল।

তাওরাতের ব্যাপারে খুব জানাশোনা ছিল। খাদিজা (রাযি.) দাঁড়িয়ে আছেন ওরাকা ইবনে নাওফালের সামনে। সাথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও। তারপর হজরত খাদিজা (রাযি.) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে অপ্রত্যাশিত ঘটে যাওয়ার ঘটনার ইতিবৃত্ত খুলে বলেন। সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেন ওরাকা ইবনে নাওফালের সামনে। যেহেতু ওরাকা ইবনে নাওফাল তাওরাতের ব্যাপারে খুব জ্ঞান রাখতেন তাই শেষ নবির আলামত সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। ঘটনার আদোপান্ত শোনার পর তিনি বুঝে ফেললেন এই মুহাম্মাদই পৃথিবীর শেষ নবি। ওরাকা ইবনে নাওফাল হজরত খাদিজা (রাযি.) কে সম্বোধন করে বলেছিলেন—'আমি যদি তার নবি হওয়ার শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকি। এবং যখন তার সম্প্রদায় তাঁর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। নিজ মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করে দিবে—তখন আমি অবশ্যই সাহায্য করব।' তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর খাদিজা— ওরাকা ইবনে নাওফালের বাড়ি ত্যাগ করেন। এভাবেই রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম ওহির ভার সহ্য করেছিলেন। স্বর্গের প্রথম আলোর ছোঁয়া পেয়েছিলেন। যার আলোয় আলোকিত করেছিলেন পুরো পৃথিবীকে। যার রঙে রাঙিয়েছিলেন পুরো জাহানকে।

তথ্যসূত্র—

১.সহিহ বুখারি—১/৩
২. মুসনাদু আহমাদ— ২৫৯৫৯

***

নবিজির ভালোবাসা

তখন যুগটাই ছিল এমন—চারদিকে বৈষম্যের প্রাচীর দাঁড় করানো। বংশ আর ক্ষমতার বড়াই। নেতৃত্ব আর মর্যাদার অপব্যবহার। উঁচু-নীচু বংশের বৈষম্য ও দাপট। গোত্র আর গোষ্ঠীর প্রতাপ। এসব বিষয়ে সবসময় কলহ লেগেই থাকত। অজ্ঞাত কিংবা অপ্রসিদ্ধ বংশকে দেখা হতো তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে। বেঁটে কিংবা কৃষ্ণকায় গাত্রবর্ণের ব্যক্তিকে দেখা হতো ঘৃণার চাহনিতে।

এমনই একজন সাহাবি ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরশে সে যুগটা সোনালী হয়ে ওঠলেও কিছু মানুষ তো ভিন্ন থেকেই যাবে। ওই সাহাবি অন্য দশজন সাহাবির মতো সুপ্রসিদ্ধি লাভ না করলেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হৃদয়ে ছিল তার জন্য প্রশস্ত জায়গায়। ভালোবাসার বিরাট একটা অংশ তিনি পেয়েছেন। সাহাবির নামের কারণেই তিনি খুব পরিচিত লাভ করেন। কারণ, তার নামের অর্থ যে খাটো, বেঁটে, ক্ষুদ্র আকৃতির । আবার গায়ের রঙ আঁধার রাতের মতো কুচকুচে কালো। নাক বোঁচা। পায়ের গোড়ালি ফাঁটাসহ আরো নানান খুঁত ছিল তাঁর মাঝে। সমাজে তাঁর বংশপরম্পরার কোনো মর্যাদা ছিল না। ছিল না কোনো নামডাক। বলা যায় বংশ পরিচয়হীন কালচে বর্ণের এক বেঁটে যুবক। তিনি আর কেউ নন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় সাহাবি হজরত জুলাইবিব রাযি.।

হজরত জুলাইবিব রাযি. পরিণত বয়সে উপনীত। এমন বয়সে সবার হৃদয়েই আশার প্রদীপ জ্বেলে ওঠে—সংসারী হওয়ার। লাল টুকটুকে শাড়ি পরা এক রূপবতী মেয়ে ঘরে তুলার স্বপ্ন সবাই দেখে। ছোট্ট একটি সোনার সংসার হবে। কুঁড়েঘরেই উদিত হবে খুশির চাঁদ। সংসার জুড়ে নামবে আলোর ফোয়ারা। খুশির হিল্লোল। সংসারে আনন্দের ঢেউ তুলে জন্ম নিবে সন্তান। যার আলোক বিভায় মুগ্ধ হবে। বুকে আশা বাঁধবে। ফ্যাকাশে হৃদয় রঙিন হয়ে ওঠবে। কিন্তু, হজরত জুলাইবিব রাযি. এর জন্য যে; এই স্বপ্নবোনা অনর্থক। সমাজ-সংসারে তিনি অবহেলিত। বিয়ের জন্য কেউই

তাকে পছন্দ করে না। এমন কালো কুচকুচে লোকের সাথে ঘর বাঁধতে কেউই আগ্রহী নয়। তিনি যে চরম অমর্যাদার পাত্র। কেউই বুঝে না তাঁর মনের দহন। তড়পানো হৃদয়ের তাজা জখম। মনখারাপের বিকেল কিংবা হতাশায় ঢাকা সন্ধ্যা কাটানোর কোনো সাথী নেই—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া। বাকি সবাই তাকে দূরদূর করে তাড়িয়ে দেয়। দুঃখ-দুঃখের গল্প শুনবে দূরের কথা!

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরম বন্ধু। সুখ-দুঃখের সাথী। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বুকের যাতনা বুঝতে পারলেন। হৃদয়ে যে শূন্যতার দহন বয়ছে; তা তিনি আঁচ করতে পারলেন। হাহাকার মনে আনন্দের ঢেউ তোলার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য বিয়ের ব্যবস্থার কথা ভাবলেন। মনের আকাশ আনন্দের রঙে রঙিন করার কথা ভাবলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জুলাইবিবের কাছে বিয়ের বিষয়ে জানতে চাইলেন—তখন জুলাইবিবের হৃদয় আনন্দে চিকচিক করে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে যেন মনে আনন্দের ঢেউ খেলে গেছে। চোখের কোণ ভিজে যায় আনন্দের জলে। এরচে আনন্দের সংবাদ আর কী হতে পারে—দুজাহানের বাদশাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তার বিয়ের বন্দোবস্ত করতে চাচ্ছেন! জুলাইবিব উড়তে লাগলেন কল্পনার জগতে। চোখেমুখে ঢেউ খেলে যায় মুগ্ধতার। চেহারায় ফুটে ওঠে বিস্ময়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বেড়ে যায় ভালোবাসা। কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে হৃদয়। তিনি তাঁর সম্মতি পেশ করলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি গুরুত্বের সাথে পাত্রী দেখা শুরু করলেন। সদ্য ইসলামে ফিরে আসা এক পরিবারের সন্ধান পেলেন। মদিনায় যারা সেরা ধনী। অঢেল ধন-সম্পদের মালিক তাদের মধ্যে তিনিও একজন—বিশিষ্ট ধনপতি আনসারি সাহাবি ইবনে ওয়াহহাব। তাঁর একটি সুন্দর ও দীনদার মেয়ে আছে। যেমন তার রূপের বাহার তেমনি দীনের প্রতি তার প্রবল ঝোঁক। যেন আকাশ থেকে নেমে আসা জান্নাতি হুর।

প্রকৃতিতে নেমে এসেছে সন্ধ্যা। পাখিরা ডানা ঝাপটিয়ে নীড়ে ফিরছে। মসজিদের মিনার থেকে সন্ধ্যার আজান ভেসে আসছে। এমন ঘোরলাগা সন্ধ্যায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে ওয়াহহাবকে ডেকে জিজ্ঞাসার সুরে বললেন—'তুমি কি তোমার মেয়েকে বিয়ে দিবে?' রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এমন প্রস্তাব শুনে আনন্দের সীমা নেই। ভীষণ আনন্দে চিকচিক করে ওঠছে তার হৃদয়। তাঁর আনন্দের উৎফুল্লতা দেখে কে! যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়বেন তিনি। মনে মনে ভাবতে লাগলেন—কী সৌভাগ্য তাঁর স্বয়ং

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন! তিনি মুখে আনন্দের রেশ টেনে বললেন—'হে আল্লাহর রাসুল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি আমার মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন এরচেয়ে সৌভাগ্যের আর কী হতে পারে! কীভাবে ফিরিয়ে দিব আপনার মতো মহান নবির প্রস্তাব! আপনাকে কি অসন্তুষ্ট করতে পারি! আমি একবাক্যে রাজি। আপনি বিয়ের ব্যবস্থা করুন।' রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বুঝতে পারলেন—ইবনে ওয়াহহাব বুঝতে ভুল করছে। তিনি তার ভুল ভেঙে দিয়ে বললেন—'হে ইবনে ওয়াহহাব! আমি বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দিইনি। প্রস্তাব দিয়েছি আমার প্রিয় সাহাবি জুলাইবিবের জন্য।'

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে এই কথা শোনার পর কিছুটা থমকে গেলেন যেন! যাকে থতমত খাওয়া বলে। জুলাইবিবের কথা শুনে যেন সাত আসমান ভেঙে পড়েছে মাথায় তার। এমন বংশমর্যাদাহীন কালচে বর্ণের ব্যক্তির সাথে তার আদুরে মেয়ের বিয়ে দিবে—ভাবতেই মনটা কালো হয়ে যায়। মানতে পারছিলেন না তিনি কোনোভাবেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের উপর কীভাবে 'না' বলবেন ভাবনায় আড়ষ্ট তিনি। মনের অমতকে কেমনে প্রকাশ করবে সে তাঁর সামনে! ইবনে ওয়াহহাব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের উপর প্রত্যাখ্যান না করে বললেন—'আমি এ ব্যাপারে মেয়ের মায়ের সাথে একটু পরামর্শ করে আপনাকে জানাব। আপনি আমাকে এই সময়টুকু দিন।'

মদিনার আকাশে নেমে এসেছে রাত। গভীর রাতের গোঙানির আওয়াজও শোনা যাচ্ছে খানিকটা। প্রকৃতিতে নেমে এসেছে নীরবতা। ফুলফল থেকে শুরু পাখপাখালি সবকিছুই ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে। একেবারে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সবকিছু। এমন সময়ে ইবনে ওয়াহহাব তার স্ত্রীকে ডেকে বললেন—'ওগো শুনছ! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মেয়েকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন।' একথা শোনার সাথে সাথে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। ঝলমলিয়ে ওঠে চেহারা। কপাল জুড়ে নেমে খুশির ছাপ। এরচেয়ে মহাখুশির সংবাদ যে আর পৃথিবীতে নেই। রহমতের নবি যেখানে তাদের মেয়ের বিয়ের জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টিধারা বর্ষণ। স্ত্রীর এত ভুলখুশি দেখার পর তাকে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তাব দিয়েছেন ঠিক কিন্তু তাঁর জন্য না, বরং তাঁর প্রিয় সাহাবি জুলাইবিবের জন্য। এ কথা শোনার সাথে সাথে ইবনে ওয়াহহাবের স্ত্রীর মনের আকাশটা আঁধারে ঢেকে যায়। খুশিতে ভরে ওঠা মন কুয়াশায় ছেয়ে যায়। ভেঙে যায় সব আশা-স্বপ্ন। এরকম আশ্চর্য আর অসম্ভব কথা শোনার জন্য যে তার স্ত্রী কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিলেন না। কৃষ্ণ কালো চেহারার লোক জুলাইবিবের সাথে হবে তাদের রূপবতী মেয়ের বিয়ে—ভাবতেই মনটা কেঁপে ওঠে। মুখ বাকিয়ে না না বলতে থাকেন ইবনে ওয়াহহাবের স্ত্রী। ইবনে ওয়াহহাবের স্ত্রী আরও বললেন—

‘ওগো স্বামী! আপনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে দিন আমরা আমাদের মেয়েকে বংশমর্যাদাহীন কালচে চেহারার লোক—জুলাইবিবের সাথে বিয়ে দিতে পারব না।’

কেউই যখন এই প্রস্তাব পছন্দ করছে না তাই ইবনে ওয়াহহাব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করার জন্য বের হলেন বাড়ি থেকে। যখনই বাড়ির আঙিনায় পা রাখবেন ইবনে ওয়াহহাব তখনই অতি পরিচিত এক কণ্ঠ থেকে শুনতে পেলেন আব্বা ডাক। কিছুটা থতমত খেয়ে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। এই কণ্ঠ তো আর কারো নয় সে তো ইবনে ওয়াহহাবের আদুরে মেয়ে। যার বিয়ের জন্য রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। মেয়েটি খুব শান্ত গলায় বললেন—‘হে আমার বাপজান! আমার বিয়ের জন্যই কি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন?’ ইবনে ওয়াহহাব জানালেন—‘হ্যাঁ মা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুলাইবিবের জন্য তোমার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। আমারও পছন্দ হচ্ছে না। তোমরা আম্মুও অমত করছেন। এই সংবাদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দেওয়ার জন্য যাচ্ছি।’

ইবনে ওয়াহহাবের মেয়ে যেমন ছিল রূপবতী তেমনি ছিল বুদ্ধিমতি। দীনের ব্যাপারে ছিল তার বিরাট জানাশোনা। দীনের কাজ পরম ভালোবেসে সম্পন্ন করত। মেয়েটি বুঝতে পারল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা কোনোভাবেই ঠিক হবে না। তিনি যে দয়ার নবি। মায়ার নবি। রহমতের নবি। তাকে কষ্ট দেওয়া কোনোভাবেই সমীচীন হবে না। তাই মেয়েটি অতি বিচক্ষণতার সাথে বাবাকে বললেন—‘আব্বু! আপনি এমন একজনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছেন যাঁর ফয়সালার উপর অন্য কারো ফয়সালা অর্থহীন। অন্য কারো সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য। তাঁর সিদ্ধান্তে অনীহা প্রকাশ করার অধিকার কারো নেই। ‘শুনুন মহান আল্লাহর বাণী—‘একজন মুমিনের পক্ষে উচিত নয়, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন, সে সিদ্ধান্তে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া সংগত নয়।’মেয়ে আরও বলেন ‘তাই আব্বু— রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তাবে আমি রাজি। নিশ্চয়ই এতে আমার কল্যাণ নিহিত আছে। আপনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলুন বিয়ের বন্দোবস্ত করতে।’

এই আয়াত আর মেয়ের কথা শুনে ইবনে ওয়াহহাব কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়েন। পরম বিস্ময়াভূত হোন। নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন। মেয়ের কথায় চোখ খুলে যায় তাঁদের। মেয়ের কথা শুনে ইবনে ওয়াহহাব খুশি হয়। অতঃপর মেয়েটির বিয়ে হয় জুলাইবিবের সাথে। জুলাইবিবের বহুদিনের স্বপ্ন পূরণ হয়। হৃদয়ে সুকুন নেমে আসে। সংসারী হয় তারা উভয়ে।

রাত যায় দিন আসে। আকাশে লাল সূর্য ওঠে। ভালোই যাচ্ছে তাদের দিনকাল। সংসারে ঢেউ খেলে সুখ আর আনন্দ। এই ক্ষণস্থায়ী সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি ডাক আসে অনন্তকালের সুখের। জুলাইবিব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো সাহাবায়ে কেরামের সাথে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যান। রণসাজে সজ্জিত সেদিন জুলাইবিব। তুমুল যুদ্ধ হয় হক আর বাতিলের মাঝে। বহু মুসলিম সে যুদ্ধে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। একপর্যায়ে যুদ্ধ শেষ হয়। রণাঙ্গনে খাঁখাঁ নীরবতা। কিন্তু, আকাশের ছড়ানো ছিটানো তারকারাজির মতো যুদ্ধমাঠে পড়ে আছে অসংখ্য লাশ। কেউ হারিয়েছে ভাই। কেউ হারিয়েছে পরম আত্মীয়-স্বজন। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কান্নাভেজা বিনয়ী গলায় বললেন—'আমি হারিয়েছি আমার প্রিয় সাহাবি জুলাইবিবকে।' জুলাইবিবের লাশের দিকে তাকিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করে বলেছিলেন—'নিশ্চয়ই আমি জুলাইবিবের জন্য আর জুলাইবিব আমার জন্য।' এখানেই ভালোবাসা শেষ হয়ে যায়নি। স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে জুলাইবিবকে কবরে রাখেন। পরম ভালোবাসার বিমূর্ত ছবি ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ভালোবাসার দৃষ্টান্তে তিনিই সেরা। এমন ভালোবাসা দেখাতেন সাহাবিদের প্রতি—যা কালো হরফে লেখা সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র :

১. মুসলিম—২৪৭২
২. উসদুল গাবাহ—১/৫৫০

***

প্রয়াস প্রকাশনের বইসমূহ

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার	মূল : তহা নাসীম
দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন	মূল : ড. ইসরার আহমদ রহি. ও উস্তাদ আসিফ হামিদ
বিশ্বব্যাপী ইহুদি চক্রান্ত	মূল : আবু লুবাবা শাহ মনসুর
দাওয়া ইলাল্লাহ	মূল : ড. রাগিব সারজানী
গল্প শোনো প্রিয় নবির	মুফতী আমীনুর রহমান নড়াইলী
বিয়ে ও বিচার	আরমান
একটি ফুলের মৃত্যু	মনজুর সা'দ
নয়া বউ	মনজুর সা'দ
সিরাতের ছায়ায়	আব্দুল্লাহ আল মামুন
আলো ফোটা ভোর	আমীরুল ইসলাম ফুআদ
মরুর ফুল	মাসুম মুনতাসির
মাআল উসওয়া : নববি আদর্শের আলোকে সমকালীন সংকট	শায়েখ জাহিদুর রাশেদি
নারীর সফলতা ও ব্যর্থতা	মুফতি মুহাম্মাদ সালমান হাফিজাহুল্লাহ
নাসিহা ও অজিফা	মুফতী রেজাউল করীম
নন্দিত নারী	মাসুম আবদুল্লাহ
কে তিনি	মুফতি মুহাম্মাদ বিনইয়ামিন
মাসায়েলে মাইয়্যেত	মুফতী আশরাফুল ইসলাম
তুর্কিবসন্ত	অনুবাদ : সাঈদ আহমাদ খান নদভী
প্রাচ্যবাদ	ড. শহীদুল ইসলাম ফারুকী
পাশ্চাত্যবাদ কথা বলছে	মুসা আল হাফিজ
একাধিক বিয়ে : কিছু সংশয় নিরসন	খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানী